VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

Topic- বৈষ্ণব পদাবলী
Course Title- প্রাগাধুনিক সাহিত্য
Semester- 4
Paper- BNGHCC-8
MODULE-1
Name of the Teacher- Prof. SUBRATA SAMANTA
Name of the Department- BENGALI

পর্যায়: *গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকা*

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বাদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।।

কি পেখলুঁ নটবর গোরা কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

শব্দার্থ : নীরদ- মেঘ, নীর-জল, ঘন-নিবিড়, সিঞ্চনে-বর্ষণে, স্বেদ-ঘাম, মকরন্দ-মধু, নটবর-নৃত্যরত, কল্পতরু-কল্পবৃক্ষ, উজোর-উজ্জ্বল, পরিমল-সুগন্ধ, অগোর-অজ্ঞান, তাকর-তাঁর, মনোরথ-বাসনা, পুর-পূরণ হওয়া

পদের ব্যাখ্যা : ভক্তগণ পরিবৃত অবস্থায় নবদ্বীপের ভাগীরথী তীরে গৌরাঙ্গের নৃত্যচঞ্চল ভাবমূর্তি দেখছেন পদকর্তা গোবিন্দদাস। ঘন ঘন জল বর্ষণে বৃক্ষদেহে যেমন মুকুলের উদ্গম হয়, তেমনি তাঁর দেহে দেখা দিয়েছে আনন্দ রোমাঞ্চ। তাঁর অঙ্গের স্বেদবিন্দু অর্থাৎ ঘর্মবিন্দু ঝরছে বিন্দু বিন্দু মধুর মত। অশ্রু, পুলক, স্বেদ- এই সমূহ সাত্বিক ভাবের সঙ্গে দিব্যভাব বিকশিত হচ্ছে। অভিভূত হয়ে পদকর্তা বলছেন " আহা! নটবর গৌরকিশোরকে কি রূপে আমি দেখলাম। যেন ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করে এক স্বর্ণ কল্পতরু সঞ্চরণমান।" অর্থাৎ এখানে নৃত্যরত গৌরাঙ্গদেবকে তাঁর চলমান কল্পতরু বলে মনে হয়েছে। সেই নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের চঞ্চল চরণপদ্মের কাছে ভক্তরূপ ভ্রমরবৃন্দ গুণ্ গুণ্ করে ঝংকার তুলেছেন। গৌরাঙ্গদেব অবিরত প্রেমরত্ন বিতরণ করে বিশ্বমানবের মনোবাঞ্ছা পূরণ করছেন। কিন্তু পদকর্তা গোবিন্দদাসই কেবল দীনহীন হয়ে, বঞ্চিত হয়ে দূরে রইলেন।

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করেই বয়ন অবলম্ব।।
পুন পুন গতাগতি করু ঘরে পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।।
ছল ছল নয়ন-কমল-সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।।
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কিছু না পাওল খেহ।।

শব্দার্থ: আজু-আজ, হাম-আমি, পেখলুঁ- দেখলাম, নবদ্বীপচন্দ- নবদ্বীপের চাঁদ স্বরূপ, করই- করে, গতাগতি- যাতায়াত, করুঘর পন্থ- ঘর থেকে পথে যাচ্ছেন, খেনে খেনে- ক্ষণে ক্ষণে, না পাওল- পেল না

পদের ব্যাখ্যা: পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর নবদ্বীপচন্দ্রস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অসাধারণ রূপ দেখে বিমোহিত। চন্দ্রের মতই সমগ্র নবদ্বীপের উপর কৃষ্ণপ্রেমের মাধুরী ও ভক্তির বিমল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পদকর্তা দেখছেন যে, রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের করতল তাঁর মুখে স্থাপিত। কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট তাঁর মন। বারবার তিনি ঘর থেকে বাহিরে যাতায়াত করছেন, ঠিক যেন রাধিকা কৃষ্ণদর্শনাভিলাসে বারংবার ঘরবাহির করছেন। আবার ক্ষণে ক্ষণে তিনি একাকী চলেছেন ফুলবনে; নয়নকমল ছলছল করছে, নব নব ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহে এক অসাধারণ পুলকিত রোমাঞ্চ বিদ্যমান। এই পদের মধ্য দিয়ে গৌরাঙ্গদেবের অসাধারণ কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে যা একান্তভাবে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে তুলনীয়।